

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

27227 - ফজররে ওয়াক্ত হয় নাই মনে করে আযানরে পর পানি পান করছে

প্রশ্ন

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তাই ফজররে আযান শুনিনি। ঘড়ির এলার্ম সঠিক সময়রে চয়েবে বলিম্বে সটে করা ছলি। আমি এক গ্লাস পানি পান করার পর নামাযরে ইকামত শুনতে পলোম। এমতাবস্থায় আমার উপর কী বর্তাবে? সবে ব্যাপারে আমাকে অবহতি করুন। আপনারা সওয়াব পাবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যে ব্যক্তি ফজররে ওয়াক্ত হয়নি মনে করে, পানাহার করে ফলেছে; পরবর্তীতে প্রতীয়মান হয় যে তখন ফজররে ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে; আলমেদরে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার উপর কোনে কিছু বর্তাবে না। কেননা সবে ব্যক্তি সময় সম্পর্কে অজ্ঞে ছিলি। তাই সবে ওজরগ্রস্ত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: “যদি রোযাদার অজ্ঞেতা বশতঃ রোযা-ভঙ্গকারী কোনে একটা বিষয়ে লিপ্ত হয় সক্ষেত্রে তার রোযা শুদ্ধ হবে। তার এ অজ্ঞেতা সময় সম্পর্কে হোক কিংবা হুকুম সম্পর্কে হোক। সময় সম্পর্কে অজ্ঞেতার উদাহরণ হল, কটে শেষে রাত্রে ঘুম থেকে উঠল, তার ধারণা ছিলি যে, তখনও ফজররে ওয়াক্ত হয়নি, তাই সবে পানাহার করে নলি। কনিত্তু বাস্তবে প্রতীয়মান হল যে, তখন ফজররে ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিলি। এমন ব্যক্তির রোযা শুদ্ধ হবে। যহেতে তনি সময় সম্পর্কে অজ্ঞে ছিলিনে।

আর হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞেতার উদাহরণ হচ্ছ, কোনে রোযাদার শঙ্গি লাগাল। কনিত্তু তনি জানতনে না যে, শঙ্গি লাগালে রোযা ভঙ্গে যায়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বলা হবে: আপনার রোযা শুদ্ধ। এই অভিমতরে দললি হচ্ছ, আল্লাহর বাণী: “হে আমাদরে রব্ব! যদি আমরা বস্মিত হই অথবা ভুল করতি তবে আপনি আমাদরেকে পাকড়াও করবনে না। হে আমাদরে রব্ব! আমাদরে পূর্ববর্তীগণরে উপর যমেন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলিনে আমাদরে উপর তমেন বোঝা চাপিয়ে দবিনে না। হে আমাদরে রব্ব! আপনি আমাদরেকে এমন কিছু বহন করাবনে না যার সামর্থ আমাদরে নই। আর আপনি আমাদরে পাপ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতিদয়া করুন, আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফরে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬] এটুকুরআনের দলিল।

আর সুন্নাহর দলিল হচ্ছে: ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থে আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একবার মঘোচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করে ফলেলাম, এরপর সূর্য উঠল।” অর্থাৎ তারা দিনি থাকতে ইফতার করে ফলেছেন। কিন্তু তারা জানতেন না। বরং তাদের ধারণা হয়েছিল যে, সূর্য ডুবে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সেরে রোযাটি কাযা পালন করার নির্দেশে দেননি। যদি কাযা পালন করা ওয়াজবি হত তাহলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে সেরে নির্দেশে দতিনে। আর যদি তিনি তাদেরকে নির্দেশে দতিনে তাহলে সেরে তখ্য আমাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছত।”[মাজমুউল ফাতাওয়া ১৯]

আরও জানতে দেখুন [38543](#) নং প্রশ্নোত্তর